গৃহঋণ বার্তা

বিএইচবিএফসি'র ত্রৈমাসিক বুলেটিন

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন | ৩য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা | এপ্রিল-জুন ২০১৪ খ্রি.

তহবিল স্বল্পতায় ঋণ বিতরণ কমলেও বেড়েছে আদায় ও মুনাফার পরিমাণ

নিয়মিত মাসিক সভায় বক্তব্য রাখছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার (মাঝে)

প্রভিশনাল হিসাব সমাপ্তির তথ্য অনুযায়ী ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশনের অর্জিত মুনাফার পরিমাণ ১৯৪.৭৭ কোটি টাকা। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিল ১৮৮.৯৯ কোটি টাকা। ফলে সদ্য সমাপ্ত অর্থবছরে মুনাফা বেড়েছে ৫.৭৮কোটি টাকা। মুনাফা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী অর্থবছর অপেক্ষা এবছর প্রবৃদ্ধির হার ৩.০৬ শতাংশ।

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে বিভিন্ন উৎস থেকে বিএইচবিএফসি'র যথেষ্ট পরিমাণ তহবিল প্রাপ্তির প্রত্যাশা ছিল। বাস্তবে প্রত্যাশা মতে তহবিল না পাওয়ায় কাঙ্খিত মাত্রায় ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা যায়নি। এবছর মঞ্জুরীকৃত ঋণের পরিমাণ ২৮৫.১৮কোটি টাকা। তবে, পূর্ববর্তী অর্থবছরে মঞ্জুরীকৃত ঋণের অংশসহ এ বছর বিতরণকৃত মোট অর্থের পরিমাণ ৩৮৮.৯০কোটি টাকা। উল্লেখ্য, ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়েছিল যথাক্রমে ৫৩৯.২৫ ও ৪৩৭.৪৯ কোটি টাকা।

সাম্প্রতিক সময়ে কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ অধিক পরিমাণ ঋণ বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এর ফলে, ২০১১-২০১২ অর্থবছর অপেক্ষা ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণে যথাক্রমে ৪৭.১৫ ও ৪৮.৩৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। ২০১০-২০১১ অপেক্ষা ২০১১-২০১২ অর্থবছরে এক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ২২.৭০ ও ৩১.৪৩ শতাংশ। উল্লেখ্য, ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ৫৩৯.২৫ কোটি টাকার ঋণ মঞ্জুর এবং ৪৩৭.৪৯ কোটি টাকা বিতরণ ছিল যেকোন একক বছরে কর্পোরেশনের জন্য সর্বোচ্চ।

প্রতিষ্ঠানের সার্বিক ব্যবসায়িক কর্মকান্ডে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিরলস কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে খেলাপী ঋণ আদায়, বিশেষকরে শ্রেণীকৃত খেলাপী ঋণের আদায়, বৃদ্ধিকল্পে বছরব্যাপী গ্রহীতাদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ কর্মসূচিতে সর্বস্তরের কর্মকর্তাদের নিয়োজিত রাখা হয়। উল্লেখ্য, এ বছর ১৫৩.৮৯ কোটি টাকার শ্রেণীকৃত খেলাপী ঋণসহ মোট ৫৩৮.০২ কোটি টাকা আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা সামনে রেখে এ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। গড়ে প্রতি দুইমাস অন্তর সদর দফতর হতে প্রেরিত বিশেষ রিকভারী টিম মাঠপর্যায়ের অফিস পরিদর্শন করে। এছাড়াও, বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে এপ্রিল মাসে শুভ হালখাতা ও আদায় সপ্তাহ পালন করা হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সরাসরি তত্ত্বাবধানে এসব রিকভারী ট্যুরের ফলে বিগত দু'বছরের ন্যায় এ অর্থবছরেও সার্বিক আদায় পরিস্থিতি সন্তোষজনক। প্রসঙ্গত, এ অর্থবছরে মোট আদায় হয়েছে ৪৬২.৯৬ কোটি টাকা যা ২০১৩-২০১৪ অর্থবছর শেষে সার্বিক আদায় লক্ষ্যমাত্রার ৮৬.০৫ শতাংশ। এসময় শ্রেণীকৃত ঋণ থেকে আদায় হয়েছে ৭৯.৭৭ কোটি টাকা যা এ ক্ষেত্রে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ৫১.৮৪ শতাংশ। বর্তমানে শ্রেণীকৃত ঋণ মোট ঋণের মাত্র ৬.৫০শতাংশ।

বছরব্যাপী সর্বাত্মক আদায় কর্মসূচি পরিচালনার ফলে আদায়ে গুন ও পরিমাণগত উন্নতি অর্জিত হয়েছে। ফলে, চার্জকৃত সুদের অব- ব্যালেন্স-সীট আইটেম এবং ইন্টারেস্ট সাসপেন্স (স্থগিত সুদ)-এর উল্লেখযোগ্য অংক নগদে আদায় হওয়ায় এবং কর্তৃপক্ষের ব্যয়-সাশ্রয়ী পরিচালন ব্যবস্থার ফলশ্রুতিতে এ বছর মুনাফার পরিমাণ টাকার অংকে ৫.৭৮ কোটি এবং শতকরা হিসেবে ৩.০৬ শতাংশ বেশি।

ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণ, ঋণ আদায়, শ্রেণীকৃত ঋণের হার এবং মুনাফা অর্জনে তিন বছরের তুলনামূলক চিত্র ঃ

(কোটি টাকায়)

সূচক	২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪*
ঋণ মঞ্জুরী	৩৬৬.৪৭	৫৩৯.২৫	২৮৫.১৮
ঋণ বিতরণ	২৯৪.৮৪	৪৩৭.৪৯	৩৮৮.৯০
ঋণ আদায়	৪১৮.৭৭	৪৫১.৯৪	৪৬২.৯৬
শ্রেণীকৃত ঋণ	১৪.০৪%	৯.২৫%	৬.৫০%
মুনাফা	১৪৩.৭৯	১৮৮.৯৯	১৯৪.৭৭

* প্রভিশনাল হিসাব অনুযায়ী

"যারা কাজ করে তাদেরই ভুল হতে পারে
যারা কাজ করে না তাদের ভুলও হয় না।"
-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বন্দরনগরী চট্টগ্রামে পর্ষদের সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন পরিচালনা পর্ষদের ৪০৫-তম সভা গত ১ জুন বন্দরনগরী চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। পর্ষদ চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট ব্যাংকার মো. ইয়াছিন আলী উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। বিএইচবিএফসি পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক ও ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার মো. জিল্লার রহমান, মো. জালাল উদ্দিন, নাজমুল হাই এবং সুধাংশু শেখর বিশ্বাস-ও এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার, মহাব্যবস্থাপক আফরোজা গুল নাহারসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দও সভায় উপস্থিত ছিলেন। বন্দরনগরীর চট্টগ্রাম ক্লাবে অনুষ্ঠিত এ সভা শেষে পর্ষদ কর্পোরেশনের অফিস ভবন এবং নগরীর হালিশহরস্থ বিএইচবিএফসি'র নিজস্ব জমি পরিদর্শন করেন।

জোনাল অফিস, চট্টগ্রামের সভায় বক্তব্য রাখছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক (মাঝে)

ঢাকা ও চট্টগ্রামে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের মতবিনিময় সভা

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের শেষ পর্যায়ে জুন মাসের প্রথম দিনে কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ঢাকা ও চট্টগ্রামে দুটি পৃথক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে কর্মব্যস্ত দিন অতিবাহিত করেন। চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভা শেষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এদিন পূর্বাহ্নে চট্টগ্রাম জোনাল অফিসে আমন্ত্রিত ঋণগ্রহীতা এবং অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে প্রধান অতিথি হিসেবে মত বিনিময় করেন। এদিন অপরাহ্নে তিনি ঢাকার উত্তরাস্থ জোনাল অফিস, জোন-১ এর কার্যালয়ে আরেকটি মতবিনিময় সভায়ও প্রধান অতিথি হিসেবে আলোচনায় অংশ নেন। জোনাল অফিস, চট্টগ্রামের জোনাল ম্যানেজার ড. সৈয়দ মোহাম্মাদ মোয়াজ্জাম হোসেন এবং জোন-১, ঢাকার জোনাল ম্যানেজার চানু গোপাল ঘোষ-এর সভাপতিত্বে সভাসমূহ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক সম্মানিত ঋণগ্রহীতাদের সাথে কুশল বিনিময় করেন এবং তাঁদের সুবিধা-অসুবিধা সর্ম্পকে অবগত হন। তিনি খেলাপী গ্রহীতাদের ঋণ হালনাগাদ করনের জন্য বিশেষ আহ্বান জানান। অর্থবছরের শেষ মাসের প্রথম সপ্তাহে কর্পোরেশনের শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ে বিশেষ আদায় কর্মসূচি পালিত হয়। অধিকহারে শ্রেণীকৃত ঋণ রয়েছে—এমন অফিসসমূহে সদর দফতর হতে প্রেরিত আদায় টিম-এর তৎপরতা মনিটরিং-এর অংশ হিসেবে এসময় তিনি দায়িত্বপ্রাপ্তদের কর্মকান্ডের মূল্যায়ন করেন। এসময় তিনি কর্পোরেশনের সার্বিক আদায়, বিশেষতঃ শ্রেনীকৃত ঋণের শতভাগ খেলাপী অর্থ আদায়ে বছরব্যাপী চলমান আদায় তৎপরতায় অর্জিত ফলাফল এবং এ ক্ষেত্রে বিদ্যমান অসুবিধার বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের কাছে জানতে চান।

তৃতীয় জাতীয় গবেষণা সম্মেলন-২০১৪ এ কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক

গত ৬ থেকে ৭ জুন নায়েম মিলনায়তনে বাংলাদেশ পিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট মিশন (ডিপিডিএস) এর আয়োজনে তৃতীয় জাতীয় গবেষণা সম্মেলন-২০১৪ অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা কমিশনের সচিব ভূঁইয়া সফিকুল ইসলাম (ডান থেকে তৃতীয়)। কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচাল ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার (ডান থেকে দ্বিতীয়) বিশেষ অতিথি হিসেবে এ সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বাংলা নববর্ষ ১৪২১

কবিতাসন্ধ্যা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন

শুভ বাংলা নববর্ষ ১৪২১ উপলক্ষ্যে গত ১৮ এপ্রিল (৫বৈশাখ) কর্পোরেশনের সদর দফতরে এক বর্ণাঢ্য বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পুরানা পল্টনস্থ বিএইচবিএফসি ভবনের তৃতীয় তলায় কর্পোরেশনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এ উপলক্ষ্যে

স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করছেন ভূঁইয়া সফিকুল ইসলাম

আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা কমিশনের সচিব ভূঁইয়া সফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পর্যায়ের গণ্যমান্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, কর্পোরেশনের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বর্ষবরণের এ অনুষ্ঠানটি কবিতা সন্ধ্যা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-এ দু'পর্বে বিভক্ত ছিল। অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন কমিটির সভাপতি, উদ্যোক্তা এবং কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার অনুষ্ঠানে অভ্যাগতদের শুভেচ্ছা জানান।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ভূঁইয়া সফিকুল ইসলাম ব্যক্তিগত জীবনে একজন সংবেদনশীল কবি এবং গীতিকার। সমাজ, রাজনীতি, বহুমাত্রিক মানবিক বিষয়াবলী, প্রেম এবং দ্রোহ তাঁর কবিতা ও গানের উপজীব্য। ইতোমধ্যে প্রকাশিত তাঁর বেশ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ এবং গানের এ্যালবাম পাঠক ও শ্রোতাদের প্রসংশা কুড়াতে সক্ষম হয়েছে। বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের কবিতা সন্ধ্যা পর্বে তিনি স্বরচিত একাধিক কবিতা আবৃত্তি করেন। এ পর্বে কর্পোরেশনের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারীও কবিতা আবৃত্তি করেন।

সংগীত পরিবেশন করছেন একজন অতিথি শিল্পী; (নিচে) অনুষ্ঠানে উপস্থিত সুধীবৃন্দ

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে অনুষ্ঠিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রথিতযশা এবং প্রতিশ্রুতিশীল বেশ কয়েকজন সংগীত শিল্পী

শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার

সংগীত পরিবেশন করেন। এ পর্বে বরেণ্য লোক সংগীত শিল্পী ফকির সাহাবুদ্দিন তাঁর সুরের মুর্চ্ছনায় উপস্থিত শ্রোতা-দর্শকদের মুগ্ধ করেন। ফকির সাহাবুদ্দিনের পর আমন্ত্রিত অন্যান্য শিল্পীবৃন্দ এবং কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের মধ্য থেকে বেশ কয়েকজন শিল্পীও সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন।

'রিফ্রেশার্স কোর্স' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক (মাঝে)

জনবল এবং মানব সম্পদের উন্নয়নে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে বিএইচবিএফসি-তে। এসময় প্রায় তিনশ কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা সন্তান ও পোষ্য কোটায় কতিপয় পদে নিয়োগের কার্যক্রম চলমান আছে। পদোন্নতি প্রক্রিয়া নিয়মিত করা হয়েছে।

নিয়োগ ও পদোন্নতির পাশাপাশি লোকবল ও মানব সম্পদের দক্ষতার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাঁদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করনেও কর্তৃপক্ষের সমান মনোযোগ রয়েছে। বিগত ২০১৩ সালে একটি আধুনিক ও মানসম্মত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের পর থেকে এখানে নিয়মিত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হচ্ছে। এছাড়া, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মকর্তার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কোর্সে মোট ৭৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে পেশাগত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এসময় বহি:প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কর্মকর্তার সংখ্যা ১৯ জন।

কর্পোরেশনের সদর দফতরস্থ নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে সর্বশেষ গত ২২ থেকে ২৪ জুন পর্যন্ত একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। 'রিফ্রেশার্স কোর্স' শীর্ষক এ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় কর্পোরেশনের সুপারভাইজার এবং উপ-সহকারী প্রকৌশলী পর্যায়ের মোট ২৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার ২২ জুন প্রধান অতিথি হিসেবে এ কর্মশালার শুভ উদ্বোধন করেন। এসময় প্রতিষ্ঠানের মহাব্যবস্থাপক আফরোজা গুল নাহার, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রিন্সিপাল মো. আব্দুল কাদেরসহ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সনদপত্র বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠান ঃ

গত ২৪ জুন প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ ও কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) আফরোজা গুল নাহার।

কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশে প্রথমে বক্তব্য রাখেন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রিন্সিপাল মো. আব্দুল কাদের। তিনি প্রশিক্ষণ কর্মশালা থেকে অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে পেশাগত কাজের মানবৃদ্ধির পাশাপাশি তাঁদের আত্ম-উন্নয়নের আহ্বান জানান। অর্জিত জ্ঞানের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারলেই কেবল এ প্রশিক্ষণে ব্যয়িত সকল প্রচেষ্টা এবং অর্থের স্বার্থকতা মিলবে বলে তিনি তাঁদের মনে করিয়ে দেন।

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্য থেকে দু'জন কর্মকর্তা-কর্মচারী বক্তব্য রাখেন। এ কোর্স আয়োজনের মাধ্যমে তাঁদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধিতে সহায়তা করার জন্য তাঁরা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। কোর্সের মডিউল তৈরিসহ সার্বিক ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরনে তাঁর গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ এবং কর্মসূচির বর্ণনা দেন। ভবিষ্যতে প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসিক সুবিধার ব্যবস্থাকরনে তাঁর পরিকল্পনা রয়েছে মর্মে তিনি তাঁদের অবগত করেন। সবশেষে তিনি এ কোর্সে কৃতিত্বপূর্ণ ফল লাভকারীদের অভিনন্দন জানান এবং অন্যান্যদের ভবিষ্যতে আরো ভালো ফলাফল অর্জনের পরামর্শ দেন।

সমাপনী অনুষ্ঠানে একজন প্রশিক্ষণার্থীর হাতে সনদপত্র তুলে দিচ্ছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নুরুল আলম তালুকদার

এডিপি-তে কর্পোরেশনের পল্লী গৃহায়ন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত

দেশের গ্রামীণ এলাকায় কৃষি জমি সাশ্রয় করে স্বল্প ব্যয়ে নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের জন্য প্রথম পর্যায়ে ৩ হাজার হাউজিং ইউনিট নির্মাণ করতে চায় বিএইচবিএফসি। এলক্ষ্যে একটি প্রাথমিক প্রকল্প প্রস্তাব অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে প্রকল্পটি বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত একটি নতুন প্রস্তাব হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়।

গ্রামীণ এলাকায় সাধারণ মানুষের জন্য স্বল্প খরচে বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ করে কৃষি জমি রক্ষায় বিএইচবিএফসি অব্যাহত প্রয়াশ চালিয়ে যাচ্ছে। এলক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে কর্পোরেশন কর্তৃক গ্রামীণ এলাকায় প্রতিটি ৮ ইউনিট বিশিষ্ট মোট ৩৭৫টি আবাসিক ভবন নির্মানের পরিকল্পনা উত্থাপন করা হয়। প্রস্তাব মতে প্রতিটি ভবন হবে ৪-তলা বিশিষ্ট এবং প্রতিটি ইউনিটের আয়তন হবে ৪০ থেকে ৫০ বর্গমিটার। ভবনগুলি নির্মিত হলে ৩ হাজারটি হাউজিং ইউনিটে অন্তত: ১৮ হাজার মানুষ পরিকল্পিত ও উন্নত পরিবেশে নিরাপদে এবং স্বাস্থ্যসম্মতভাবে বসবাসের সুযোগ পাবে।

বাংলাদেশের গ্রামীণ গৃহায়নে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা (Financial & Technical Assistance for Rural Housing of Bangladesh) শীর্ষক এ প্রকল্পটি ১ জুলাই ২০১৪ হতে ৩০ জুন ২০১৯ সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যয় ধরা হয়েছে ৩শ কোটি টাকা।

সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০১৪-২০১৫ এর আওতায় এ প্রকল্পটি প্রয়োজনীয় অনুমোদন এবং অর্থ বরাদ্দ পেলে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন গ্রামীণ এলাকায় কৃষি জমি সংরক্ষণ-সহায়ক বহুতল আবাসিক ভবনের ডিজাইন প্রস্তুত, অর্থ বিনিয়োগ ও নির্মাণ কাজের তদারকি করবে। এক্ষেত্রে ভবনপ্রতি ৮টি পরিবারের যৌথ/গ্রুপভিত্তিক আবেদনের অনুকূলে শতকরা বার্ষিক ৬ টাকা হার সুদে সর্বাধিক ৬০ থেকে ৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে। অতঃপর বিধিমোতাবেক বরাদ্দপ্রাপ্ত ইউনিটসমূহের বিপরীতে ঋণের পরিমাণ অনুযায়ী ২০ বছর মেয়াদে সমমাসিক কিস্তিতে তা পরিশোধের জন্য কিস্তি নির্ধারণ করে উপদেশপত্র ইস্যু করা হবে। এক্ষেত্রে মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ হবে কমবেশী ৮ লক্ষ টাকা এবং প্রতি এক লক্ষ টাকায় মাসিক ৭১৭ টাকা হারে পরিশোধেয় ঋণের কিস্তি নির্ধারিত হবে। উল্লেখ্য, নিয়মিত মাসিক কিস্তি পরিশোধের শর্তে পুরো মেয়াদে অনুরূপ একজন ঋণ গ্রহীতাকে প্রতি ১ লক্ষ টাকার ঋণের বিনিময়ে সুদাসলে ১ লক্ষ ৭২ হাজার ৮০ টাকা পরিশোধ করতে হবে।

এডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত কর্পোরেশনের এ প্রস্তাবটি অনুমোদিত ও অর্থ বরাদ্দপ্রাপ্ত হলে বিএইচবিএফসি'র ২২টি জোনাল ও রিজিওনাল অফিসের আওতাধীন জেলা, উপজেলা ও উন্নয়নগামী গ্রোথ-সেন্টারসমূহে তা বাস্তবায়ন করা হবে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে কৃষি জমির সংরক্ষণসহ গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে এবং ভূমি-সাশ্রয়ী উর্ধ্বমুখী কমিউনিটি আবাসন ব্যবস্থা বিনির্মানের পথে দৃষ্টান্তমূলক একটি মাইলফলক স্থাপিত হবে।

বিদায় সংবর্ধনা

গত ৩ এপ্রিল কর্পোরেশনের উপ-মহাব্যবস্থাপক এ. কে. এম মান্নান ভূঞা'র বিদায় সংবর্ধনা সদর দফতরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। বিএইচবিএফসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার বিদায়ী এ কর্মকর্তার (ডান থেকে দ্বিতীয়) হাতে ফুলের তোড়া, প্রতিষ্ঠানের লোগোখচিত ক্রেস্ট এবং উপহারসামগ্রী তুলে দেন। কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপক আফরোজা গুল নাহার অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

এ. কে. এম মান্নান ভূঞা ১৯৯৫ সালে উপ-মহাব্যবস্থাপক পদে বিএইচবিএফসি-তে যোগদান করেন। এর আগে তিনি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে কর্মরত ছিলেন। জনাব ভূঞা সর্বশেষ বিএইচবিএফসি'র পরিকল্পনা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বে কর্মরত ছিলেন। তিনি কর্পোরেশনের মুখপত্র **গৃহঋণ বার্তা**'র সম্পাদক মন্ডলীর প্রধান হিসেবে প্রকাশনাটির উত্তরোত্তর মানোন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। জনাব ভূঞা **গৃহঋণ বার্তায়** কর্পোরেশনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ একাধিক নিবন্ধ প্রকাশ করেন। এছাড়াও, *কর্পোরেশনের সমস্যা ও সম্ভাবনা* শীর্ষক তাঁর একটি রচনা রয়েছে যা গবেষণা ও সৃজনশীলতায় তাঁর পারঙ্গমতার প্রমাণক হয়ে থাকবে। একজন মেধাবী, প্রজ্ঞাবান, দক্ষ ও নীতি-নৈতিকতার প্রশ্নে দৃঢ়চেতা সাহসী কর্মকর্তা হিসেবে তিনি সকলের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। নিবিষ্ট মনন এবং সৃজনশীলতার গুনে গুনান্বিত হওয়ায় কর্পোরেশনে চাকুরিকালে তিনি প্রতিষ্ঠানটির নীতিনির্ধারণী কর্মকান্ডে প্রণিধানযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হন।

এ. কে. এম মান্নান ভূঞা'র বিদায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত কর্পোরেশনের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ তাঁর কর্মময় জীবনের স্মৃতিচারণ করেন। সবশেষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাঁর বক্তৃতায় বিদায়ী এ কর্মকর্তার সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে কাজের স্মৃতিচারণ করেন এবং সাম্প্রতিক সময়ে কর্পোরেশনে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানান। উল্লেখ্য, জনাব মান্নান ভূঞা গত ৩ এপ্রিল থেকে স্বেচ্ছা অবসরে গমন করেন।

আইএফসি কনসালটেন্ট- বিএইচবিএফসি প্রতিনিধি দলের দ্বি-পাক্ষিক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

সমুদ্র উপকুলবর্তী প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ এলাকা বিবেচনায় বাংলাদেশের জলবায়ুতে লাগসই প্রযুক্তির গৃহায়ন ব্যবস্থা বিষয়ে এক দ্বি-পাক্ষিক মতবিনিময় সভা গত ১৬ জুন কর্পোরেশনের সদর দফতরে অনুষ্ঠিত হয়। ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি)র এতদ্‌সংক্রান্ত দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক কনসালটেন্ট এবং উক্ত কনসালটেন্সি প্রতিষ্ঠানের সহযোগী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ সেন্টার ফর এ্যাডভান্সড্ স্টাডিজ (বিসিএএস) এর দু'জন প্রতিনিধি এ বিষয়ে কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের সাথে মতবিনিময় করেন। আইএফসি'র কনসালটেন্ট দ্যা এনার্জি এন্ড রিসোর্সেস ইন্সটিটিউট (টিইআরআই), দিল্লী-এর অধ্যাপক মনিপদ্ম দত্ত আইএফসি প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার এ সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং বিএইচবিএফসি'র পক্ষে মুখ্য আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন। কর্পোরেশনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিসিএএস'র গবেষণা কর্মকর্তা মাহমুদ হাসান তুহিন সভায় উপস্থিত ছিলেন।

কর্পোরেশনের পক্ষে মুখ্য আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখছেন ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার (মাঝে)। বাঁ দিক থেকে চতুর্থ টিইআরআই -এর অধ্যাপক মনিপদ্ম দত্ত

উপকুলবর্তী এলাকায় নিম্ন ও মধ্যম আয়ের মানুষ বন্যা, ঘুর্ণিঝড়, সমুদ্র-সমতলের উচ্চতা বৃদ্ধি, অতি বর্ষণ এবং উচ্চ তাপমাত্রাজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাসস্থান সমস্যার শিকার। এসব দূর্গত মানুষের জন্য স্বল্প-খরচে জলবায়ু উপযোগী ও খরচ-সাশ্রয়ী গৃহায়ণ অবকাঠামো বির্নিমানের উপায় ও এসংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় সম্পর্কে উভয় পক্ষ পারস্পারিক অভিজ্ঞতা ও ধারণা (Idea) বিনিময় করে। সভায় এসব এলাকার নিম্ন ও মধ্যম আয়ের মানুষের জন্য গৃহঋণ সুবিধা সম্প্রসারণে সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নীতিমালা প্রণয়ণের গুরুত্বের বিষয়টি উঠে আসে। এ প্রসঙ্গে কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিএইচবিএফসি প্রস্তাবিত পল্লী গৃহায়ন প্রকল্প (Financial & Technical Assistance for Rural Housing of Bangladesh) সম্পর্কে অভ্যাগত প্রতিনিধি দলকে অবহিত করেন। উল্লেখ্য, কর্পোরেশনের এ প্রকল্পটি ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি(এডিপি)-তে একটি বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রস্তাব হিসেবে সরকারের বিবেচনার জন্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

গৃহ-দূর্গত মানুষের জন্য কাঁদে মন
মানবিক জীবনের জন্য
চাই নিরাপদ আবাসন

২২৭-তম বৃহত্তর ময়মনসিংহ দিবস উদ্‌যাপন

গত ১ মে জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে দেশের বৃহত্তর ও অবিভক্ত ময়মনসিংহ জেলার ২২৭ বছর পূর্তি উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে বিকেল ৩টায় ময়মনসিংহ দিবস-২০১৪ এর সফলতা কামনায় এক বর্ণাঢ্য র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। র‍্যালীটি জাতীয় প্রেসক্লাব থেকে শুরু হয়ে কদম ফোয়ারা এবং পুরানা পল্টন মোড় হয়ে পুনরায় প্রেসক্লাবে এসে শেষ হয়। র‍্যালী শেষে উন্মুক্ত আলোচনা সভায় বৃহত্তর ময়মনসিংহের ছয়টি জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বক্তব্য রাখেন।

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রী আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী ২২৭ পাউন্ড ওজনের সুবিশাল কেক কেটে এবং বেলুন উড়িয়ে ময়মনসিংহ দিবস-২০১৪ এর অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানের আয়োজক বৃহত্তর ময়মনসিংহ সমন্বয় পরিষদ, কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার, মহাসচিব রাশেদুল হাসান শেলীসহ সংগঠনটির নেত্রীবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান উদ্বোধনের পর মন্ত্রী মহোদয় তাঁর শুভেচ্ছা বক্তব্যে ময়মনসিংহ বিভাগ বাস্তবায়নের পক্ষে তাঁর ব্যক্তিগত সমর্থন ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে বৃহত্তর ময়মনসিংহের বরেণ্য শিল্পীদের অংশগ্রহণে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ঐতিহ্যবাহী জেয়াফত অনুষ্ঠিত হয়।

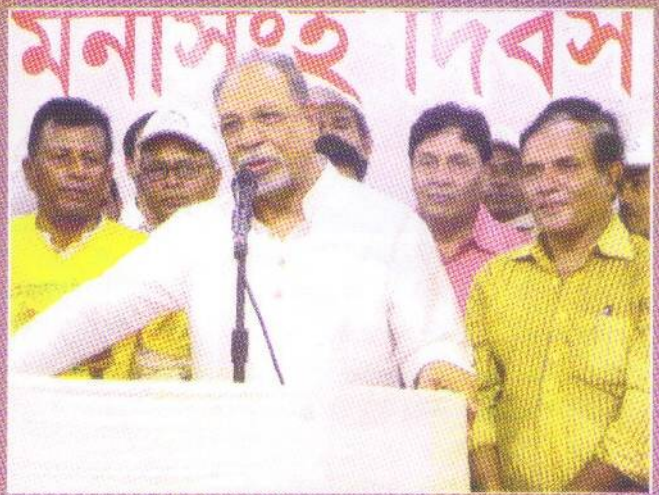

বক্তব্য রাখছেন মন্ত্রী আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী। পার্শ্বে দন্ডায়মান কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার (বাম থেকে দ্বিতীয়)

বিগত তিন বছরে ব্যবসায়িক সাফল্যে ক্রমাগত উন্নতি

বিএইচবিএফসি'র ব্যবসায়িক কর্মকান্ডে উন্নতির ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। গৃহ নির্মাণ ঋণ বিতরণ, বিনিয়োগকৃত অর্থ আদায় এবং মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে সর্বশেষ তিন বছরে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে।

ঋণ বিতরণ ঃ

২০১১-২০১২ অর্থবছরে ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ২৯৪.৮৪ কোটি টাকা। যুগোপযোগী কার্যব্যবস্থা গ্রহণ ও সেবার মান বৃদ্ধির ফলে ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৩৭.৪৯ কোটি টাকায়। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ৩৮৮.৯০ কোটি টাকা। ২০১১-২০১২ অর্থবছরের তুলনায় ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ঋণ বিতরণ বেড়েছে ৪৭.১৫ শতাংশ।

ঋণ আদায় ঃ

২০১১-২০১২ অর্থবছরে ঋণ আদায়ের পরিমাণ ছিল ৪১৮.৭৭ কোটি টাকা। যথাযথ আদায় তৎপরতার ফলে ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে মোট আদায় হয়েছে ৪৫১.৯৪ কোটি টাকা। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ ৪৬২.৯৬ কোটি টাকা। এরফলে ২০১১-২০১২ অর্থবছরের তুলনায় ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ৭.৯২ এবং ২০১২-২০১৩ অর্থবছর অপেক্ষা ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে আদায় ২.৪৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

মুনাফা অর্জন ঃ

২০১১-২০১২ অর্থবছরে কর্পোরেশনের অর্জিত মুনাফার পরিমাণ ছিল ১৪৩.৭৯ কোটি টাকা। ২০১২-২০১৩ ও ২০১৩-২০১৪ (প্রভিশনাল) অর্থবছরে মুনাফার পরিমাণ যথাক্রমে ১৮৮.৯৯ ও ১৯৪.৭৭ কোটি টাকা। ২০১১-২০১২ অর্থবছরের তুলানায় ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে এর প্রবৃদ্ধি ৩১.৪৩ শতাংশ। পক্ষান্তরে, ২০১২-২০১৩ অর্থবছর অপেক্ষা ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে মূনাফা (প্রভিশনাল) বৃদ্ধি পেয়েছে ৩.০৬ শতাংশ।

উপরের বার-ডায়াগ্রামের মাধ্যমে তিনটি সূচকের উন্নতির চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে।

কোটি টাকার হিসাবে

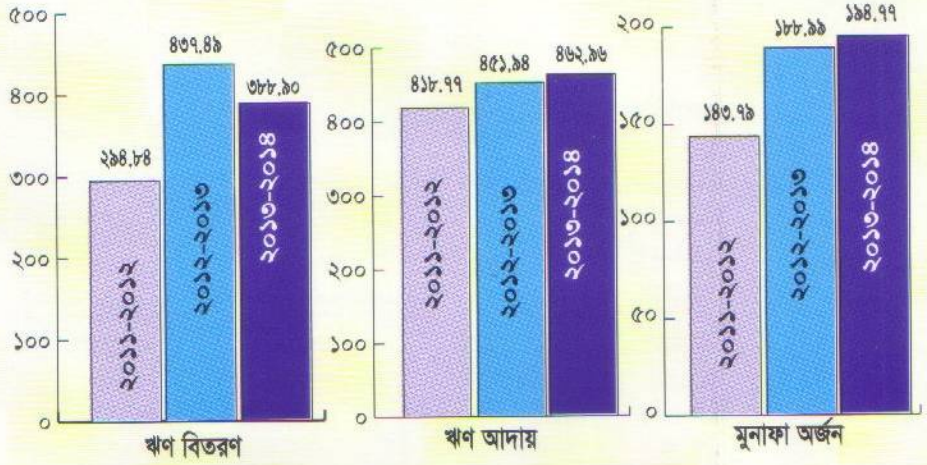

কম উন্নত এলাকায় ঋণ বিতরণের পরিমাণ কম নয়

পূর্বে দেশের মহানগরীসমূহের উন্নত আবাসিক এলাকাতেই কর্পোরেশনের সিংহভাগ ঋণ বিতরণ করা হতো। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে কর্পোরেশন গ্রোথ-সেন্টার ও গ্রামীণ এলাকাসমূহকেও সমান গুরুত্ব প্রদান করে। প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান কর্তৃপক্ষ দেশের চাষযোগ্য ভূমি রক্ষার মাধ্যমে ভবিষ্যতের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে পরিবেশ- বান্ধব আবাস বিনির্মানে ভূমিকা রাখতে বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে বিএইচবিএফসি'র বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার গ্রামাঞ্চলে ভূমি-সাশ্রয়ী উর্ধ্বমূখী কমিউনিটি বাসস্থান গড়ে তুলতে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন। এজন্য তিনি কর্পোরেশনের বিনিয়োগযোগ্য তহবিল বৃদ্ধির বিষয়েও সরকারের উচ্চ পর্যায়সহ বিশ্বব্যাংকের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছেন।

দেশের প্রতিটি জেলায় কর্পোরেশনের অন্তত: একটি করে অফিস স্থাপনের মাধ্যমে মহানগরী বহির্ভূত এলাকায় গৃহ ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধির প্রয়াশ ইতোমধ্যে সফল হতে শুরু করেছে। বিগত তিনটি অর্থবছরের পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০১১-২০১২ অর্থবছরে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরী এবং এ দু'টি মহানগরী বহির্ভূত এলাকায় ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৬২.২৮ কোটি ও ১৩৫.৮০ কোটি টাকা ; অনুপাত ৫৪:৪৬। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে প্রধান দু'টি মহানগরীতে ঋণ বিতরণের পরিমাণ ২২৬.৫১ কোটি টাকা। পক্ষান্তরে, এ অর্থবছরে এ দু'টি শহরের বাহিরে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ২১০.৯৮ কোটি টাকা। সেমতে ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে এর অনুপাত ৫২:৪৮। সর্বশেষ ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে মোট ২১৪.৫০ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করা হয় যা সারাদেশে বিতরণকৃত ঋণের ৫৫ শতাংশ। ফলে, এ দুটি মহানগরীর বাহিরে বিতরণকৃত ঋণ শতকরা ৪৫ ভাগ। পাশের পাই-চার্টে গ্রামীণ এলাকায় ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির চিত্র প্রদর্শন করা হলো।

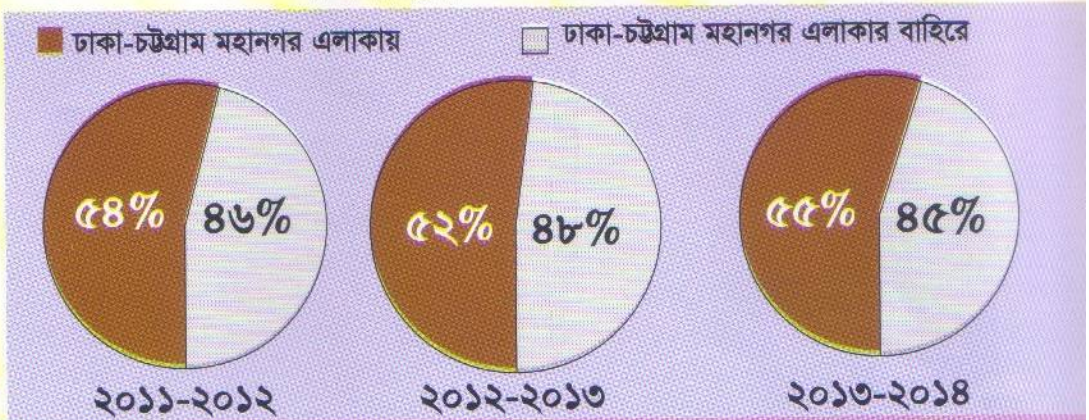

পবিত্র রমজান ১৪৩৫ হিজরি

শুধুমাত্র ঢাকা জেলার জন্য প্রযোজ্য

সাহ্‌রী ও ইফতারের সময়সূচী

রমজান	জুন/জুলাই	দিবস	সেহেরীর শেষ সময়	ফজরের ওয়াক্ত শুরু	ইফতারের সময়
রহমতের দশ দিন					
১	৩০ জুন	সোমবার	৩.৪২	৩.৪৮	৬.৫৩
২	১ জুলাই	মঙ্গলবার	৩.৪২	৩.৪৮	৬.৫৪
৩	২ জুলাই	বুধবার	৩.৪২	৩.৪৮	৬.৫৪
৪	৩ জুলাই	বৃহস্পতিবার	৩.৪৩	৩.৪৯	৬.৫৪
৫	৪ জুলাই	শুক্রবার	৩.৪৩	৩.৪৯	৬.৫৪
৬	৫ জুলাই	শনিবার	৩.৪৪	৩.৫০	৬.৫৪
৭	৬ জুলাই	রবিবার	৩.৪৪	৩.৫০	৬.৫৪
৮	৭ জুলাই	সোমবার	৩.৪৫	৩.৫১	৬.৫৪
৯	৮ জুলাই	মঙ্গলবার	৩.৪৫	৩.৫১	৬.৫৪
১০	৯ জুলাই	বুধবার	৩.৪৬	৩.৫২	৬.৫৩
মাগফিরাতের দশ দিন					
১১	১০ জুলাই	বৃহস্পতিবার	৩.৪৬	৩.৫২	৬.৫৩
১২	১১ জুলাই	শুক্রবার	৩.৪৭	৩.৫৩	৬.৫৩
১৩	১২ জুলাই	শনিবার	৩.৪৮	৩.৫৪	৬.৫৩
১৪	১৩ জুলাই	রবিবার	৩.৪৮	৩.৫৪	৬.৫৩
১৫	১৪ জুলাই	সোমবার	৩.৪৯	৩.৫৫	৬.৫৩
১৬	১৫ জুলাই	মঙ্গলবার	৩.৪৯	৩.৫৫	৬.৫৩
১৭	১৬ জুলাই	বুধবার	৩.৫০	৩.৫৬	৬.৫২
১৮	১৭ জুলাই	বৃহস্পতিবার	৩.৫০	৩.৫৬	৬.৫২
১৯	১৮ জুলাই	শুক্রবার	৩.৫১	৩.৫৭	৬.৫২
২০	১৯ জুলাই	শনিবার	৩.৫২	৩.৫৮	৬.৫১
নাজাতের দশ দিন					
২১	২০ জুলাই	রবিবার	৩.৫২	৩.৫৮	৬.৫১
২২	২১ জুলাই	সোমবার	৩.৫৩	৩.৫৯	৬.৫০
২৩	২২ জুলাই	মঙ্গলবার	৩.৫৪	৪.০০	৬.৫০
২৪	২৩ জুলাই	বুধবার	৩.৫৫	৪.০০	৬.৫০
২৫	২৪ জুলাই	বৃহস্পতিবার	৩.৫৫	৪.০০	৬.৪৯
২৬	২৫ জুলাই	শুক্রবার	৩.৫৬	৪.০০	৬.৪৯
২৭	২৬ জুলাই	শনিবার	৩.৫৭	৪.০৩	৬.৪৮
২৮	২৭ জুলাই	রবিবার	৩.৫৮	৪.০৪	৬.৪৮
২৯	২৮ জুলাই	সোমবার	৩.৫৮	৪.০৪	৬.৪৭
৩০	২৯ জুলাই	মঙ্গলবার	৩.৫৯	৪.০৫	৬.৪৭

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ওয়েব-সাইট থেকে সংগৃহিত তথ্যমতে

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ঃ ড. মো. নুরুল আলম তালুকদার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক

পৃষ্ঠপোষক ঃ আফরোজা গুল নাহার, মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন)

সম্পাদক মন্ডলী ঃ ড. দৌলতুন্নাহার খানম, উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন)
মো. বদিউজ্জামান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার

প্রকাশনা ঃ পরিকল্পনা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ, বিএইচবিএফসি
২২, পুরানা পল্টন, ঢাকা -১০০০, E-mail : bhbfc@bangla.net
Web : www.bhbfc.gov.bd